

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

জুন ২০১৫

ক্র. নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
১.	টাঙ্গাইল জেলার বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় একটি বিশ্বমানের পর্যটন কেন্দ্র গড়িয়া তোলা হইবে।	৯ম জাতীয় সংসদের ৪র্থ অধিবেশন	০৮.০২.২০০৯	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন	বিগত ১৯/১২/২০১০ তারিখে এ বিষয়ে একটি প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। সে অনুযায়ী উক্ত এলাকায় কমএকর জমি প্রাপ্তির জন্য সেতু ১০ বেসী/ বিভাগের সাথে একাধিকবার পত্র যোগাযোগের প্রেক্ষিতে সেতু বিভাগ চাহিত জমি প্রদানসম্ভব নয় মর্মে জানায়। পরবর্তীতে সেতু বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে উল্লিখিত স্থানে জমি প্রাপ্তির বিষয়ে পুনরায় ০৩/১২/২০১৪ তারিখে সেতু বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্যবর্ণিত স্থানে জমি প্রাপ্তির বিষয়টি, ২৭ বিগত০৮/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্যটন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় অবহিত করা হলে বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকার পরিবর্তে নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু প্রকল্পের আওতাধীন সার্ভিস এরিয়ায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক পর্যটন সুবিধাদি স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দের সুযোগ রাখার বিষয়টি সেতু বিভাগ বিবেচনা করবে।		
২.	সোনারগাঁও উপজেলার বারদী গ্রামে প্রয়াত শ্রী জ্যোতি বসুর বাড়িতে পর্যটন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।	সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে।	১৪.০২.২০১০	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "Creation of Tourism Facilities at the Ancestral Home of Eminent Politician Jyoti Basu at Barodi, Sonargaon" শীর্ষক প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে তা রাজস্ব বাজেটভুক্ত উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করে। তৎপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে অর্থ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক বাপক কর্তৃক গঠিত একটি কমিটি প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে। যেহেতু ইতোমধ্যে বর্ণিত স্থানে স্থানীয় জেলা পরিষদের অর্থায়নে রেন্ট হাউজসহ বিভিন্ন		

চলমান পাতা/২

				সুবিধাদি সৃষ্টি করা হয়েছে সেহেতু প্রকল্প প্রস্তাব মোতাবেক সুবিধাদি জেলা পরিষদের মাধ্যমেই সৃষ্টি করা যুক্তিসঙ্গত হবে মর্মে মতামত প্রদান করে। এ প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে। এ ছাড়া স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আলোচনা করে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের ব্যাপকমাধ্যমে কি কি সুবিধা সৃষ্টি করা যায় সে বিষয়ে (ব্যাপক প্রতিবেদন দিবে)	
৩.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কুমাকাটা পর্যবেক্ষণ টাওয়ার (Watch Tower) নির্মাণের সদয় নির্দেশনা।	বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যটন অঞ্চল দেশী-বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করার মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর আলোচনাকালে	জানুয়ারি ২০০৯	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন	"Construction of Watch Tower at Kuakata" শীর্ষক প্রকল্পটি পিপিপি এর আওতায় বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার লাভাচাপালী শৌজায় ব্যক্তিমালিকানাধীন ১৮ একর জমি প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করে। উক্ত জমি বাপকের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে ও জমির অবস্থান ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় উক্ত জমির পরিবর্তে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের ক্রয় ক্ষমতার (বাগক) মধ্যে নূন্যতম জমির পরিমাণ নির্ধারণ করে প্রকল্পে কি কি সুবিধাদি সৃষ্টি করা হবে তার স্কেচম্যাপসহ বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রেরণের জন্য বাপককে অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া এ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য বাপক কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য সমীক্ষা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
৪.	টুঙ্গীপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মরণীয়তা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ সংলগ্ন এলাকার প্রাকৃতিক ও গ্রামীণ পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রেখে এলাকাটি পর্যটন আকর্ষণ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। তবে টুঙ্গীপাড়া উপজেলা পরিষদ কর্তৃক, উক্ত এলাকার একটি Master Plan তৈরীর কাজ চলমান থাকায় Master Plan চূড়ান্ত হওয়ার পর ডিপিপি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত হয়। উল্লেখ্য ১০ এ বিষয়ে গত ১০.০৮.২০১১ তারিখে গৃহায়ন ও গর্ভপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, গ্রামীণ পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে উন্নয়নের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক চিহ্নিত ১১৩ একর	টুঙ্গীপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ সংলগ্ন এলাকার প্রাকৃতিক ও গ্রামীণ পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রেখে এলাকাটি পর্যটন আকর্ষণ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। তবে টুঙ্গীপাড়া উপজেলা পরিষদ কর্তৃক, উক্ত এলাকার একটি Master Plan তৈরীর কাজ চলমান থাকায় Master Plan চূড়ান্ত হওয়ার পর ডিপিপি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত হয়। উল্লেখ্য ১০ এ বিষয়ে গত ১০.০৮.২০১১ তারিখে গৃহায়ন ও গর্ভপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, গ্রামীণ পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে উন্নয়নের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক চিহ্নিত ১১৩ একর	১১.১০.২০০৯	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন	ইতোমধ্যে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।

৫.	আনোয়ারা পার্কি সমুদ্র সৈকত পূনাজ পর্ষটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা।	চট্টগ্রাম জেলা সফরকালে।	০৮.০৯.২০১০	বাংলাদেশ পর্ষটন করপোরেশন	জমিতে বিদ্যমান প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুন্ন রেখে এলাকাটিকে একটি Notified এলাকা হিসাবে সংরক্ষণ করতে হবে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে বর্গিত ১১৩ একর জমি বাংলাদেশ পর্ষটন সংরক্ষিত 'এর '২০১০' এলাকা ও বিশেষ পর্ষটন অঞ্চল আইন আওতায় পর্ষটন সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রতিমুটি বাস্তবায়নের জন্য ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে গত ২৮.০৫.২০১৪ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক ১৭তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে ২০১৫.০২. প্রেরণ করা হয়। ডিপিপিতে কতিপয় সংশোধনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্পটি ২০১৫২০১৬-৬ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ শূন্যভাবে অন্তর্ভুক্ত আছে।				
৬.	কক্সবাজারকে এক্সক্লুসিভ ট্যুরিস্ট জোন ও ইকো ট্যুরিজম নগরীতে পরিণত করা	কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	০৩.৪.২০১১	বাংলাদেশ পর্ষটন করপোরেশন	পিপির আওতায় কক্সবাজারস্থ হোটেল শৈবাল এর সন্নিহিত জায়গায় বিভিন্ন পর্ষটন সুবিধাদি যেমন Amusement park, Childeren park, Balpark, Marine Acquirium ইত্যাদি নির্মাণের লক্ষ্যে "Development of Tourism Resort and Entertainment Village at Parjatan Holiday Complex, Cox's Bazar" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলছে। প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত Transaction Advisor কর্তৃক সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।				
৭.	ভোলা জেলার চর ফ্যাশন উপজেলার চর কুকরী-মুকরীতে পর্ষটন কেন্দ্র এবং মনপুরায় বঙ্গবন্ধু চিন্তানিবাস পর্ষটন কেন্দ্র নির্মাণ	ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে	১১.১১.২০১১	বাংলাদেশ পর্ষটন করপোরেশন	ভোলার মনপুরায় বঙ্গবন্ধু চিন্তানিবাস পর্ষটন কেন্দ্র এবং "শীর্ষক একটি "চর কুকরী মুকরীতে পর্ষটন সুবিধাদি প্রবর্তন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গঠিত আন্তঃ বিভাগীয় কমিটি সারাজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে প্রকল্পটি বানিজ্যিকভাবে লাভজনক হবে না মর্মে মতামত দেয়। সে প্রেক্ষিতে ২য় বার পিইসি সভায় প্রকল্পের উপর বিস্তারিত সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত হয়। এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ১৮০.৪.২০১২ তারিখে বাপককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।				চলমান পাতা/৪

	সুন্দরবনে পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ এবং পর্যটন বিকাশে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	খুলনা জেলা সফরকালে	১০.০৩.২০১২	বাংলাদেশ পর্যটন করপোর্শন	<p>অন্যদিকে ২৩.১১.২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত এ (বাপক) প্রকল্পটি রাজস্ব বাজেটের আওতায় কর্মসূচির মাধ্যমে বাস্তবায়নের প্রস্তাব দেয়। তৎপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক বিস্তারিত সম্ভাব্যতা যাচাই এর অপেক্ষায় আছে।</p> <p>০১. সাতক্ষীরা জেলার সুন্দরবনের নিকটবর্তী উপযুক্ত স্থানে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন।</p> <p>সাতক্ষীরার মুন্সিগঞ্জে পর্যটন কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে এর উপর গত ২৮.১১.২০১১ তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার (পিইসি) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী Feasibility Study এর কার্যক্রম চলছে।</p> <p>০২টি ২ মংলা পর্যটন মোটেলের উর্জমুখী সম্প্রসারণ ও : জলযান সংগ্রহ</p> <p>"পঞ্চগড়ে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন এবং টেকনাফ ও মংলাস্থ পর্যটন মোটেল এর উর্জমুখী সম্প্রসারণ এবং আধুনিকায়ন ও সেই সাথে মংলা পর্যটন মোটেল হতে সুন্দরবনে ভ্রমণ পরিচালনার জন্য দুটি জলযান সংগ্রহ" শীর্ষক একটি প্যাকেজ প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে গত ১৩.০৫.২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাপক কর্তৃক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করে ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। প্যাকেজ প্রকল্প থেকে "পঞ্চগড়ে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন" এবং "টেকনাফ পর্যটন মোটেল এর উর্জমুখী সম্প্রসারণ" শীর্ষক উপপ্রকল্প দুটি বাদ দিয়ে - মোরামত, শুমু মংলাস্থ পর্যটন মোটেলের উর্জমুখী সম্প্রসারণ মংলা হতে সুন্দরবনে নৌ, ও আধুনিকায়নসহ মোটেল পশুর ভ্রমণ পরিচালনার লক্ষ্যে দুটি জলযান সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণের জন্য গত ২৩.১২.২০১৪ তারিখে বাপককে নিদেশনা প্রদান করা হয়েছে। সে মোতাবেক বাপক কর্তৃক প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্পটি ২০১৫ ২০১৬- অর্ধবছরের এতিপিতে বরাদ্দ শূন্যভাবে অতুক্ত রয়েছে।</p>
--	---	-----------------------	------------	--------------------------------	--

চলমান পাতা/৫

					<p>০৩. খুলনার দাকোপ উপজেলার কৈলাশগঞ্জে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন</p> <p>খকটকায় পরিবেশ বান্ধব/নীলডুমুর/সুন্দরবনের শরণখোলা (পর্যটন সুবিধাদি উন্নয়ন সুন্দরবন এবং এর আশেপাশে আগত পর্যটকদের উন্নত পর্যটন সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে বর্ণিত প্রকল্পসমূহ Public-Private Partnership)PPP (এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের পিপিপি প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।</p> <p>০৪. খুলনার মুজগুমীতে আনুষঙ্গিক পর্যটন সুবিধাদি সংবলিত রিসোর্ট নির্মাণ।</p> <p>খুলনার মুজগুমীতে এ্যাপ্লিকেশন হোটেলসহ পর্যটন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এর আলোকে বাপক এ বিষয়ে একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করছে। প্রকল্পটি ২০১৫-১৬-অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ শূন্যভাবে অন্তর্ভুক্ত আছে।</p>	
৯.	কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হিসেবে উন্নীতকরণ	কক্সবাজার জেলা সফর	০৩.০৪.২০১১	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	<p>বর্ণিত প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৪৯৬৪লক্ষ টাকা এবং ২১ মেয়াদ অক্টোবর ২০০৯ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত। এ প্রকল্পে আন্তর্জাতিক মানের ঠিকাদার নিয়োগের নিমিত্ত ক্রয় প্রস্তাব বিগত ০৮তারিখে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ২০১৫.০৪. কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের ঠিকাদারের সাথে যথাসীঘ্রই চুক্তি সম্পাদিত হবে।</p>	
১০.	খানজাহান আলী বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ বিমানবন্দরে উন্নীতকরণ	খুলনা জেলা সফর	১৩.০৩.২০১১	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	<p>প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে পরিকল্পনা কমিশন প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ ফিজিবিলাটি ঠ্যাডি করে ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ জানায়। সে মোতাবেক এ প্রকল্পের ফিজিবিলাটি ঠ্যাডি সম্পাদনের লক্ষ্যে Khulna University of Engineering and Technology (KUET)-কে নিয়োজিত করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শ মোতাবেক KUET কর্তৃক দাখিলকৃত ফিজিবিলাটি ঠ্যাডি রিপোর্টের আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে যা গত ০৮তারিখে পরিকল্পনা ২০১৫.০১. কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ০৫তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১৫.০৫. একনেক সভায় প্রকল্পটি উপস্থাপিত হয়েছে। যথাসীঘ্রই প্রকল্পটি</p>	

চলমান পাতা/৬

